সরবরাহকারীর আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা

1. প্রযোজ্য আইনের সাথে সম্পর্ক

সরবরাহকারীর আচরণ সংক্রান্ত নীতিমালা (অতঃপর "**নীতিমালা**") মেনে চলা ছাড়াও সরবরাহকারী, দেশের আইনসমূহ এবং সরবরাহকারীর ও তার কর্মকান্ডের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সকল আইন মেনে চলবে। যদি এসব প্রযোজ্য আইনের বিধান এবং নীতিমালার মধ্যে বৈসাদৃশ্য বা বিরোধ দেখা যায়, সেক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রযোজ্য আইনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বোচ্চ মানদন্ড বজায় রাখার চেষ্টা করবে।

2. মানবাধিকার

সরবরাহকারী জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদে উল্লেখিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকারসমূহ-কে সম্মান করবে।[1]

ব্যবসা এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘের দিকনির্দেশক নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরবরাহকারী তার ব্যবসা পরিচালনা করবে।[2]

3. শ্রম অধিকার এবং কাজের শর্তাবলী

৩.১ মৌলিক শ্রমনীতি এবং অধিকারসমূহ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূল সনদ[3] এবং কর্মক্ষেত্রের অধিকার ও মৌলিক নীতি সংক্রান্ত ঘোষণায়[4] সন্নিবেশিত আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার ও নীতিমালাসমূহ-কে সরবরাহকারী সম্মান করবে।

৩.২ সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার

দেশের আইন ও বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সংগঠনের স্বাধীনতার অধিকার এবং তার কর্মচারীদের এবং/অথবা শ্রমিকদের ("**শ্রমিক**" বা "**শ্রমিকগণ**") যৌথ দরকষাকষির অধিকারসমূহকে সরবরাহকারী স্বীকৃতি দিবে এবং সম্মান করবে।

সরবরাহকারী তার শ্রমিকদেরকে কার্যকরভাবে অবহিত করবে যে, জাতীয় আইন ও বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে তাদের পছন্দমত শ্রমিক সংগঠনে যোগদান করা বা না করার ব্যাপারে তারা স্বাধীন। এর ফলে তারা সরবরাহকারী কর্তৃক কোন নেতিবাচক ফলাফল বা প্রতিশোধের সম্মুখীন হবেনা। সরবরাহকারী এ ধরণের শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তার পরিচালনার ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করবেনা।

---

[1] মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (১৯৪৮), নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদ (১৯৬৬) এবং এর দুটি ঐচ্ছিক প্রোটোকল, এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (১৯৬৬)।

[2] এইচআর/পিইউবি/১১/০৪(২০১১), http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

[3] সংগঠনের স্বাধীনতা এবং সংগঠিত হওয়ার অধিকার সুরক্ষা সংক্রান্ত সনদ, ১৯৪৮ (নং-৮৭); সংগঠিত হওয়ার অধিকার এবং যৌথ দরকষাকষি সংক্রান্ত সনদ, ১৯৪৯ (নং-৯৮); জবরদস্তিমূলক শ্রম সংক্রান্ত সনদ, ১৯৩০ (নং-২৯); জবরদস্তিমূলক শ্রম বাতিল সংক্রান্ত সনদ, ১৯৫৭ (নং-১০৫); ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত সনদ, ১৯৭৩ (নং-১৩৮); নিকৃষ্ট শিশুশ্রম সংক্রান্ত সনদ, ১৯৯৯ (নং-১৮২); সমান পারিশ্রমিক সংক্রান্ত সনদ, ১৯৫১ (নং-১০০); বৈষম্য (কর্মসংস্থান এবং পেশা) সংক্রান্ত সনদ, ১৯৫৮ (নং-১১১)।

[4] কর্মক্ষেত্রে অধিকার এবং মৌলিক নীতি সংক্রান্ত ঘোষণা, ১৯৯৮

Sensitivity: Internal

যেক্ষেত্রে দেশের আইনের অধীনে সংগঠনের স্বাধীনতা এবং যৌথ দরকষাকষির অধিকার সীমিত, সেক্ষেত্রে সরবরাহকারী শ্রমিকদেরকে স্বাধীনভাবে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচন করতে দিবে।

৩.৩ জবরদস্তিমূলক শ্রম

সরবরাহকারী কোন ধরনের জবরদস্তিমূলক, দাসত্বমূলক এবং বাধ্যতামূলক শ্রম প্রয়োগ বা ব্যবহার করবেনা এবং যেকোন ধরনের দাসপ্রথা বা মানব পাচারকে কঠোরভাবে নিবারিত করবে। সরবরাহকারী এসব বিষয় সম্পর্কে সবসময় একটি লিখিত কর্মপন্থা প্রস্তুত রাখবে এবং তার প্রতিষ্ঠানে এই কর্মপন্থার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে, সরবরাহকারী তার কার্যক্ষেত্রের মধ্যে এবং এর সরবরাহ ব্যবস্থায় কোন ধরনের জবরদস্তিমূলক, দাসত্বমূলক এবং বাধ্যতামূলক শ্রম, অথবা দাসত্ব বা মানব পাচার যেন প্রয়োগ বা ব্যবহার না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং বাস্তবায়ন করবে।

সব কাজ অবশ্যই স্বতঃপ্রবৃত্ত হবে এবং শ্রমিকরা যুক্তিসঙ্গত নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে তাদের চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্বাধীন থাকবে।

শ্রমিকরা তাদের চাকুরীর শর্ত হিসেবে আমানত, ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্রান্ত দলিল অথবা কার্যানুমতি জমা রাখতে বাধ্য থাকবেনা।

৩.৪ শিশু শ্রম

সরবরাহকারী কোন শিশু শ্রমিককে তার প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ দিবে না বা শিশু শ্রমিককে দিয়ে কোন কাজ করাবেনা।

শিশু বলতে ১৫ বছরের কম বয়সী কোন ব্যক্তিকে বোঝাবে, যদি না দেশের আইন এবং বিধান সমূহে বিদ্যালয় ছাড়ার বাধ্যতামূলক বয়স এবং শ্রমিকের ন্যূনতম বয়স হিসেবে এর থেকে বেশী বয়স নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এবং সেই ক্ষেত্রে বেশী বয়সটাই প্রযোজ্য হবে। "শিশুশ্রম" বলতে শিশু দ্বারা করা কোন কাজ বোঝাবে যদি না সেটা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার ন্যূনতম বয়স সংক্রান্ত কনভেনশন ১৯৭৩ (১৩৮ নং)-এর অধীনে গ্রহণযোগ্য হয়।

সরবরাহকারী নিশ্চিত করবে যে, কোন শিশু বা ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি যেন কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অথবা ওই ব্যক্তির স্ব-উন্নতির বিরোধী কোন কাজে অংশ না নেয়। এই নীতিমালায় 'ঝুঁকিপূর্ণ কাজ' বলতে বোঝাবে এমন কাজ যা কোন শিশু বা ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তিকে শারীরিক, মানসিক অথবা যৌন হয়রানীর সম্মুখীন করে; ভূ-গর্ভস্থ কাজ, পানির তলদেশে কাজ, বিপজ্জনক উচ্চতায় কোন কাজ, বদ্ধ জায়গায় কাজ, বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি, কলকবজা বা হাতিয়ার নিয়ে কাজ, বেশি ভারি কোন জিনিস নিয়ন্ত্রণ বা পরিবহন সংক্রান্ত কাজ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ (স্বাস্থ্যের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতিকর বিপজ্জনক পদার্থ, অনুঘটক বা প্রক্রিয়া, তাপমাত্রা, শব্দের মাত্রা বা কম্পন-এর সংস্পর্শে আসাও এর অন্তর্গত হবে); বিশেষতঃ কঠিন কোন পরিস্থিতিতে কাজ করা, যেমন- দীর্ঘ সময় ধরে কাজ বা রাতের বেলা কাজ বা যেখানে শিশু বা ১৮ বছরের কম বয়সের কোন ব্যক্তি সরবরাহকারীর প্রতিষ্ঠানে অযৌক্তিকভাবে আবদ্ধ থাকে।

যদি সরবরাহকারী আবিষ্কার করে যে তার পক্ষে বা তার দ্বারা কোন শিশুকে কাজে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বা শিশুশ্রম ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে সরবরাহকারী অবিলম্বে ওই ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে শিশুটির সর্বোচ্চ স্বার্থই হবে মূল বিবেচ্য বিষয়।

সরবরাহকারী সবসময়ের জন্য একটি লিখিত কার্যনীতি রাখবে যেখানে শ্রমিকদের ন্যূনতম বয়স এবং এই নীতিমালার অন্যান্য শর্তগুলো পরিষ্কারভাবে উল্লেখ থাকবে এবং সরবরাহকারী তার প্রতিষ্ঠানের ভিতরে এই নীতিগুলোর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করবে। বিশেষ করে সরবরাহকারী যেন কোন শিশু শ্রমিককে নিয়োগ না দেয় বা শিশুশ্রম ব্যবহার না করে তা নিশ্চিত করতে সরবরাহকারী এই নীতিমালায় উল্লেখিত নিয়মানুসারে যথাযথ কার্যপদ্ধতি প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন করবে।

Sensitivity: Internal

৩.৫ বৈষম্যহীনতা

সরবরাহকারী কর্মক্ষেত্রে সুযোগের সমতা এবং বৈচিত্র্যকে উৎসাহিত করবে।

গোত্র, বর্ণ,বয়স, লিঙ্গ, যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, সন্তানসম্ভাব্যতা, ভাষা, অক্ষমতা, ধর্ম, রাজনৈতিক ও অন্যান্য মতামত বা সামাজিক উৎপত্তির ওপর ভিত্তি করে বা অন্য কোন ধরণের বৈষম্যকে সরবরাহকারী সমর্থন করবেনা বা বৈষম্যমূলক কাজে জড়াবেনা।

৩.৬ মর্যাদাহানিকর আচরণ

সকল শ্রমিকের সাথে সম্মান ও মর্যাদাপূর্ণ আচরণ করতে হবে। শ্রমিকদের প্রতি কোন মর্যাদাহানিকর আচরণ সরবরাহকারী সহ্য করবেনা, যেমন- মানসিক ও যৌন হয়রানি, বৈষম্যমূলক ইঙ্গিত, ভাষা অথবা যৌন, বলপ্রয়োগমূলক, ভীতিপ্রদর্শনমূলক, অপমানজনক বা অন্যায় সুবিধা আদায় করার জন্য শারীরিক সংস্পর্শ ।

৩.৭ চাকরীর শর্তসমূহ

সরবরাহকারী, ন্যুনতমপক্ষে, দেশের আইন ও বিধান মেনে চলতে বাধ্য থাকবে। সরবরাহকারীর জন্য কোন কাজ শুরু করার পূর্বে শ্রমিকদের অবশ্যই চাকুরীর লিখিত চুক্তিপত্র দিতে হবে, যেখানে শ্রমিকের বোধগম্য ভাষায় চাকুরীর নিয়ম ও শর্তাবলী উল্লেখিত থাকবে এবং শ্রমিক স্বেচ্ছায় তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবে।

ন্যূনতমপক্ষে প্রযোজ্য আইন ও সংশ্লিষ্ট শিল্প-ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য মানদন্ড মেনে সরবরাহকারী ন্যায্য ও যৌক্তিক মজুরি প্রদান করবে। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে সরবরাহকারী কখনই মজুরি কর্তন করবেনা।

সরবরাহকারী নিশ্চিত করবে যে, কর্মঘণ্টা যেন কখনই দেশের আইন ও বিধান দ্বারা নির্ধারিত সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টার বেশী না হয়। সরবরাহকারী নিশ্চিত করবে যে, প্রতি ছয়দিন একটানা কাজ করার পরে একজন শ্রমিক যেন কমপক্ষে একদিন ছুটি ভোগ করার অধিকার রাখে।

4. স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা

প্রযোজ্য আইন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড অনুসারে সরবরাহকারী শ্রমিকদের সুস্বাস্থ্যের ব্যাপারে উৎসাহিত করবে এবং নিরাপদ ও সুরক্ষিত কাজের পরিবেশ সংস্থান করবে এবং তা বজায় রাখবে।

দুর্ঘটনা, পেশাগত রোগ-বালাই এবং আগে থেকে বোঝা যায় এমন জরুরী অবস্থা প্রতিরোধ করার জন্য বিপদগুলো চিহ্নিত করতে হবে, ঝুঁকি পরিমাপ, নিবৃত্তি ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দুর্ঘটনা এবং জরুরী অবস্থা থেকে শিক্ষনীয় বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করা, তদন্ত করা এবং বাস্তবায়ন করার জন্য সরবরাহকারী একটি কার্যকরী ব্যবস্থা স্থাপন ও বাস্তবায়ন করবে।

শ্রমিকরা যেন স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষালাভ করে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সরবরাহকারী প্রশিক্ষণ কর্মশালা চালু ও বাস্তবায়ন করবে। যথাযথ পর্যায়ে দ্বায়িত্ব সহকারে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত সরবরাহকারীর বাধ্যবাধকতামূলক কাজগুলো পালন করার জন্য শ্রমিকদের মনোনীত করা ও তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানও এই কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

সরবরাহকারী নিশ্চিত করবে যে, যেক্ষেত্রে শ্রমিক বা তার পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা প্রদান করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তা যেন পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ হয় এবং তাদের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করে।

Sensitivity: Internal

5. পরিবেশ

পরিবেশ এবং জলবায়ু সম্পর্কিত ঝুঁকি বিষয়ে সরবরাহকারী আগাম সতর্কতামূলক পন্থা গ্রহণ করবে, পরিবেশগত প্রভাব ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে দ্বায়িত্বপূর্ণ অনুশীলন যেন যথাযথ হয় তা নিশ্চিত করবে এবং পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তির প্রসার ও প্রচারকে উৎসাহিত করবে।

সরবরাহকারী প্রযোজ্য আইন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড অনুসরণ করবে।

সরবরাহকারী, তার কাজের ক্ষেত্রে যতদূর প্রযোজ্য, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানদন্ড অনুসারে একটি পরিবেশ সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করবে।

সরবরাহকারী তার কাজের ফলে পরিবেশের ওপর প্রভাবের মাত্রা যতদূর সম্ভব প্রশমন করবে এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংক্রান্ত কাজে প্রতিনিয়ত উন্নতি সাধন করবে এবং সম্পদ সংক্রান্ত দক্ষতা ও টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কাজ করবে।

6. দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সংশ্লিষ্ট খনিজ এবং টেকসই নয় এমন পদ্ধতিতে উত্তোলিত খনিজ

সরবরাহকারীর কার্যক্রমের সাথে যতদূর প্রযোজ্য, সরবরাহকারী এই মর্মে একটি লিখিত কর্মপন্থা প্রস্তুত রাখবে যাতে করে সরবরাহকারী সজ্ঞানে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সাথে সংশ্লিষ্ট আহরিত খণিজ অথবা পরিবেশ এবং সমাজের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষতি সাধন করে এবং টেকসই নয় এমন পদ্ধতিতে উত্তোলিত খনিজ দ্রব্য বর্জন করতে পারে।

7. ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং তথ্য সুরক্ষা

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতার অধিকারকে সরবরাহকারী তার কর্মক্ষেত্রে যথার্থভাবে স্বীকৃতি ও সম্মান দিবে।

সরবরাহকারী যথাযথ দক্ষতা, সতর্কতা এবং পরিশ্রম প্রয়োগ করবে এবং পর্যাপ্ত ও দালিলিক নিরাপত্তা-নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাস্তবায়ন করবে এবং অননুমোদিত ও বেআইনী প্রক্রিয়ার হাত থেকে এবং দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি, ধ্বংস, লোকসান, পরিবর্তন বা প্রকাশের হাত থেকে তথ্য সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় আগাম প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সরবরাহকারী যদি কোন ব্যক্তিগত তথ্য প্রক্রিয়াজাত করে তবে ওই তথ্য সংক্রান্ত বিষয়বস্তুর নিরাপত্তা রক্ষা করার জন্য আইন ও বিধান অনুসারে যতোটুকু দরকার ততোটুকু সাবধানতা ও সচেতনতা নিশ্চিত করবে।

8. ব্যবসা সংক্রান্ত নিষিদ্ধ চর্চা

৮.১ প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সরবরাহকারী সবসময় সততা ও পেশাদারিত্বের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা মোকাবেলা করবে। সরবরাহকারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সংক্রান্ত প্রযোজ্য আইন ও বিধানের বরখেলাপ ঘটাবেনা বা ঘটানোর কাজে অংশগ্রহণ করবেনা, যেমন- মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বেআইনী সহযোগীতা এবং বেআইনীভাবে বাজার ভাগাভাগি করা ইত্যাদি।

৮.২ ঘুষ, দুর্নীতি ও জালিয়াতি

সরবরাহকারী ঘুষ, দুর্নীতি ও জালিয়াতি সংক্রান্ত প্রযোজ্য আইন ও বিধান মেনে চলবে।

কোন সরকারী কর্মচারী, আন্তর্জাতিক সংস্থা বা অন্য কোন তৃতীয় পক্ষকে (সরকারী বা বেসরকারী খাতে) বা তাদের কাছ থেকে সরবরাহকারী সরাসরি বা কোন মধ্যবর্তীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন ধরণের

Sensitivity: Internal

ঘুষ, সুবিধা আদায়ের জন্য লেনদেন বা অসঙ্গত বা অনুচিত সুবিধা, অনুগ্রহ বা সুযোগের প্রস্তাব, প্রদান, চাওয়া, নেওয়া বা গ্রহণ করবেনা।

প্রযোজ্য দুর্নীতি দমন বিরোধী আইন ও প্রবিধান মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য সরবরাহকারী একটি কার্যকর কর্মসূচী বজায় রাখবে। সরবরাহকারী যে ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হয় কর্মসূচীটি তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে এবং অনুসরণ করার পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ এবং সহিংসতা চিহ্নিত করা ও তা নিয়ে কাজ করাও এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

৮.৩ উপহার এবং ব্যবসা সংশ্লিষ্ট সৌজন্য

সরবরাহকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ক্রেতার কর্মচারী বা প্রতিনিধি বা তার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত কাউকে কোন উপহার দিবেনা বা দেয়ার প্রস্তাব করবেনা, যদি না সেই উপহারটি পরিমিত মূল্যমানের হয়। অর্থ বা অর্থের সমতুল্য কিছু দেয়া বা দেয়ার প্রস্তাব করা যাবেনা। যদি ন্যায়সঙ্গত কোন ব্যবসায়ী উদ্দেশ্য জড়িত থাকে এবং খরচ যদি যুক্তিসঙ্গত সীমার মধ্যে হয়ে থাকে তবে আতিথেয়তা যেমন, সামাজিক অনুষ্ঠান, আহার বা বিনোদন- এসবের আয়োজন করা যেতে পারে। ক্রেতার কোন প্রতিনিধির যাতায়াত খরচ ক্রেতাই বহন করবে। চুক্তি সংক্রান্ত দরকষাকষি, দরপত্র বা এর অনুমোদনের সময় কোন ধরনের আতিথেয়তা, ব্যয়ভার বা উপহার দেয়া বা দেয়ার প্রস্তাব করা যাবেনা।

ক্রেতার জন্য ব্যবসা বা ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় অথবা বজায় রাখার জন্য সরবরাহকারী সরকারী কর্মকর্তাসহ কোন তৃতীয় পক্ষকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন উপহার বা আতিথেয়তা প্রদান বা প্রদানের প্রস্তাব করবেনা।

৮.৪ অর্থ পাচার

সরবরাহকারী যে কোন ধরণের অর্থ পাচার- এর বিরূদ্ধে থাকবে এবং কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত উৎস থেকে প্রাপ্ত তহবিল দিয়ে ন্যায়সঙ্গত ব্যবসায়ী কর্মকান্ডে জড়িত অংশীদারের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করবে। বেআইনী ধরণের অর্থ পরিশোধ কার্যক্রম প্রতিরোধ ও চিহ্নিত করতে এবং অর্থ পাচারের জন্য সরবরাহকারীর আর্থিক লেনদেনকে অন্য কেউ যেন ব্যবহার করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সরবরাহকারী যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮.৫ নিষেধাজ্ঞা

জাতিসংঘ[5] বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন[6] বা প্রযোজ্য অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আইন ও বিধানের আওতাভুক্ত কোন সংস্থা বা ব্যক্তি যেন সরবরাহকারীর কর্মকান্ড এবং সরবরাহ ব্যবস্থায় জড়িত হতে না পারে অথবা এ থেকে কোন ধরণের সুবিধা নিতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে সরবরাহকারী যুক্তিসঙ্গত পদক্ষেপ নিবে এবং প্রযোজ্য নিষেধাজ্ঞা আইন ও বিধানদ্বারা নিষিদ্ধ কোন লেনদেনে তাদের সংশ্লিষ্টতা প্রতিহত করবে।

---

5 জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থার তালিকা পেতে দেখুন: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/un-sc-consolidated-list

6 ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত ব্যক্তি এবং সংস্থার তালিকা পেতে দেখুন: eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol_list/index_en.ht

Sensitivity: Internal